R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সকলের প্রিয় এবং মুখরোচক
স্পেশাল লাড্ডু
ও
শ্লাইজ ব্রেডের
জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান
সতীমা বেকারী
মির্জাপুর
পোঃ ঘোড়শালা (মুর্শিদাবাদ)

৭৪শ বর্ষ.
৩২শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ১৪ই পৌষ বুধবার, ১৩৯৪ সাল।
৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৮৭ সাল।

নগদ মূল্য : ৪০ পয়সা
বার্ষিক ২০্ সডাক

শহরের সৌন্দর্য নষ্ট হলেও দেখার কেউ নাই

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ পুর শহরকে সাজিয়ে তুলতে অতীতের অনেকেই চেষ্টা করেছেন। যার ফলশ্রুতি হিসাবে এ শহর উপহার পেয়েছিল গাছপালায় ঘেরা ম্যাকেঞ্জী পার্ক, ম্যাকেঞ্জী হল, ম্যাকেঞ্জী পুষ্করিণী, মানুষ জনের বেড়াবার ও পরিচ্ছন্ন বায়ু সেবনের জন্য কারমাইকেল রোড। কারমাইকেল রোডের দু'পাশে আট দশটি সিমেন্ট বাঁধানো বেঞ্চ বসার জন্য করা হয়েছিল যা এখনও দেখা যায়। পথের দু'পাশে শোভা পেত পাম গাছের সারি, কৃষ্ণচূড়ার লাল শোভা মানুষকে আকৃষ্ট করত। বিকেল হলেই বৃদ্ধ, প্রৌঢ়, যুবক যুবতী, কিশোর কিশোরীর মেলা বসতো কারমাইকেল রোডে। সামনে প্রবাহমানা ভাগীরথীর জলকল্লোলে বিদায় সূর্য্যের আভা রশ্মি দেখে আর ঐ স্থান ছেড়ে যেতে ইচ্ছা করতো না কারোর। ধীরে ধীরে সব ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেল। ম্যাকেঞ্জী পার্কের গাছপালা কেটে তার খোলা মাঠ দখল করে গড়ে উঠলো 'জবর দখল কলোনী'। লালগোলা মহারাজের সাধের ম্যাকেঞ্জী হল পরিণত হলো সরকারী অফিসে। মানুষজনের বেড়াবার জায়গা নিঃশেষ হলো। পড়ে রইল পামগাছবিহীন কারমাইকেল রোড বায়ুসেবীদের জন্যে। কিন্তু সেটাও আর বেশীদিন থাকবে বলে মনে হয় না। রোডের একপাশে ফাঁকা জায়গা দখল করে গড়ে উঠেছে পুরসভার অপদার্থতার প্রতীক সুপার মার্কেট, আর একপাশে জনবসতি চায়ের দোকান। তবুও যেটুকু ফাঁকা জায়গা ছিল তাও দখল হতে শুরু করেছে রঘুনাথগঞ্জ থেকে যাতায়াতকারী বাসের মুক্ত গ্যারেজ হিসেবে। বাস ধোয়া ময়লা জলে, পোড়া মবিল ও গাড়ীর ডিজেলে কারমাইকেল রোডে পা ফেলাই দায় হয়ে উঠেছে। পোড়া ডিজেল মবিলের সুবাসে বিশুদ্ধ বাতাস পাবার আশা এখন অনেক দূরে।

বর্তমান পুরপতি সাধারণ নির্বাচনের পূর্ব্বে প্রধান মন্ত্রীর নির্ব্বাচনী জনসভায় পরিবেশ দূষণ নিয়ে ভাষণ দিয়েছিলেন। আজ তাঁরই চোখের সামনে বায়ু সেবনকারীদের একমাত্র সান্ত্বনাস্থল সদরঘাট কারমাইকেল রোডের পরিবেশ দিনের দিন দূষিত হয়ে চলেছে। পুরপতি এদিকে কোন দৃষ্টি দেননি! কমিশনারদের মধ্যেও এসব দেখার কেউ নাই। পুর এলাকার জায়গা দখল হয়ে দিন দিন শহর ঘিঞ্জি হচ্ছে। সৌন্দর্য রক্ষার সহায়ক কারমাইকেল রোড, ম্যাকেঞ্জী পার্ক, ফুলতলা বা খড়খড়ি ব্রীজ কোথাও পরিশ্রুত বাতাস পাবার উপায় নাই। জনৈক পুরবাসীর খেদোক্তি—ক্রমশঃ যে অবস্থা হচ্ছে তাতে আর কিছু দিনের মধ্যে মনের তো বটেই স্বাস্থ্যের খোরাক আর এ শহরে পাওয়া যাবে না। দূষিত পরিবেশের মধ্যেই আমাদের বেঁচে থাকতে হবে।

কোর্টের নিষেধাজ্ঞায় মৎস্যজীবীরা স্বস্তি পেলেন

রঘুনাথগঞ্জ : ৬৫০ সদস্য বিশিষ্ট রঘুনাথগঞ্জ থানা ফিসারম্যান কোঃ অপঃ সোসাইটি, মুর্শিদাবাদ সেন্ট্রাল কোঃ অপঃ সোসাইটির কাছ থেকে পাঁচ বছরের মেয়াদে খড়খড়ি সহ আটটি জলা বন্দোবস্ত নেন। এবং তাঁদের বকেয়া অর্থ ৬৮০০০ টাকা মিটিয়ে দিয়ে সরকারী নিয়মানুযায়ী কাজকর্ম চালাতে থাকেন। কিন্তু হঠাৎ তাঁরা জানতে পারেন আটটি জলার মধ্যে খড়খড়ি ও কালীমন জলা দুটির উপর তাদের স্বত্ব খারিজ করে সেন্ট্রাল কোঃ অপঃ সোসাইটি সে দুটির কর্তৃত্বভার স্থানীয় গুজিরপুরের বাসিন্দা প্রাক্তন বিধায়ক কুবেরচাঁদ হালদারের পুত্র অসিত হালদারকে অর্পণ করেছেন। সেন্ট্রাল কোঃ অপঃ সোসাইটির চেয়ারম্যান লুৎফল হকের আদেশবলে অসিত হালদার তাঁর লোকজন নিয়ে জলা দুটি দখলের চেষ্টা করলে রঘুনাথগঞ্জ ফিসারম্যান কোঃ অপঃ সোসাইটির সেক্রেটারী প্রভাস হালদার আদালতের আশ্রয় নেন। তিনি সোসাইটির পক্ষে জঙ্গিপুর এস. ডি. ই. এম এর আদালতে অসিত হালদারের বিরুদ্ধে ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৪৪ ধারা মতে এক মোকর্দমা দায়ের করেন। আদালত অসিত হালদারের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারী করেন। এই অশান্তির ফলে এক মাস ধরে ঐ দুব জলায় মাছ ধরা বন্ধ থাকায় মৎস্যজীবীদের চরম সংকটের মধ্যে দিন কাটাতে হয়েছে বলে জনৈক সদস্য জানান।

দাদাঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্রের জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা : দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র পণ্ডিত মশাইয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং 'জঙ্গিপুর সংবাদ' এর পূর্বতন সম্পাদক বিনয়কুমার পণ্ডিত দীর্ঘদিন রোগভোগের পর গত ২৫ ডিসেম্বর রাত্রে তাঁর রঘুনাথগঞ্জস্থিত বাসভবনে পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল তিরাশি বছর। তিনি দুই পুত্র, এক কন্যা ও স্ত্রী এবং বহু আত্মীয় স্বজন রেখে গেছেন।

বিনয়বাবু ছিলেন 'জঙ্গিপুর সংবাদ' এর দ্বিতীয় সম্পাদক। একজন বলিষ্ঠ সাংবাদিক হিসেবে তিনি ছিলেন সুপ্রতিষ্ঠিত। দাদাঠাকুরের মতই তিনি ছিলেন দৃঢ়চেতা। আশির দশকের মাঝামাঝি তিনি বয়সের কারণে সাংবাদিকতা থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র অনুত্তম পণ্ডিত তৃতীয় সম্পাদক হিসেবে 'জঙ্গিপুর সংবাদ' এর সম্পাদকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

সত্যনারায়ণ ভকত এর শ্রদ্ধার্ঘ্য : সাতাশির বড়দিনে কিংবদন্তী দাদাঠাকুরের বড় ছেলে চলে গেলেন। দীর্ঘ ললাট, স্বাস্থ্যবান, কঠোর সংযমী সুপুরুষ এই মানুষটি ছিলেন অত্যন্ত রাশভারী। তাঁর সামনে কথা বলতে ভয় লাগতো। দাদাঠাকুরের মতই তিনিও তোষামোদ পছন্দ করতেন না। যাকে যা বলার সরাসরি বলে দিতেন। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর। সংবাদের ভিত দুর্বল হলে সেই সূত্রকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে তিনি দ্বিধা করতেন না। আবার সবল হলে সযত্নে প্রকাশ করাই ছিল প্রধান কর্তব্য। সাংবাদিকতার গোড়ার কথা নিষ্ঠুরভাবে মেনে চলতে তাঁর মত পারেনই বা কজন? এই কারণেই তিনি ছিলেন দৃঢ়চেতা এবং বলিষ্ঠ পুরুষ।

তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় উনসত্তরের অক্টোবর মাসে। জঙ্গিপুর সংবাদে প্রকাশিত একটি সংবাদ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত তথ্য জানাতে এসে প্রথম দেখেছিলাম তাঁকে। সেই থেকে জড়িয়ে ফেলেছিলাম এই কাগজের সঙ্গে নিজেকে। দিনের পর দিন তাঁর উপদেশ সাংবাদিকতা জীবনে অনেক কাজে এসেছে আমার এবং (শেষ পৃষ্ঠায়)

পুনরায় জনতা চা : প্রতি কেজি ২৫-০০টাকা
চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৪ই পৌষ, বুধবার ১৩৯৪ সাল

৺বিনয়কুমার পণ্ডিত

'জঙ্গিপুর সংবাদ' এর দ্বিতীয় সম্পাদক এবং পণ্ডিত প্রেসের দ্বিতীয় কর্মাধ্যক্ষ বিনয়কুমার পণ্ডিত আজ আর আমাদের মধ্যে নাই। গত ২৫শে ডিসেম্বর রাত্রি ৭টা ৫৫মিঃ তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দেহাবসানের পূর্বে তিনি দীর্ঘকাল রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন।

মৃত্যুকালে বিনয়বাবুর বয়স হইয়াছিল ৮৩ বৎসর। ১৯০৪ সালের নভেম্বর মাসে তাঁহার জন্ম হয়। সাংসারিক কারণে বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করিয়া তিনি পড়াশুনায় আর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। পণ্ডিত প্রেসের কাজের সহিত তিনি জড়িত হইয়া পড়েন। এই প্রতিষ্ঠানটি তাঁহার পিতা শরচ্চন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর) স্থাপন করেন। তাঁহাকে কলিকাতায় বেশীর ভাগ সময় কাটাইতে হইত বলিয়া বিনয়বাবুর উপর সব কিছু দেখাশুনার দায়িত্ব পড়ে। ১৯২৪ সালে তিনি 'জঙ্গিপুর সংবাদ' এর সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। তদবধি দীর্ঘকাল অর্থাৎ মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব পর্যন্ত তিনি পত্রিকাটির সম্পাদনা কার্য করিয়াছিলেন।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি তদীয় পিতা দাদাঠাকুরের সার্থক উত্তরসুরী ছিলেন। অন্যায়ের সহিত তিনি কোনদিন আপোস করেন নাই। নিজে ছিলেন অক্লান্ত কর্মনিষ্ঠ, শৃঙ্খলাপরায়ণ এবং সৎ ও উদার। পারিবারিক ক্ষেত্রে অথবা সামাজিক ক্ষেত্রে যেখানেই হউক, এই গুণগুলির অভাব দেখিলে তিনি খুবই বিরক্তিবোধ করিতেন এবং তৎসংশ্লিষ্টের প্রতি খুবই সমালোচনাশীল হইতেন। তাঁহার সুপরিচালনার গুণে পণ্ডিত প্রেস সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিল। 'জঙ্গিপুর সংবাদ' এর নিয়মিত নির্ভীক প্রকাশ তাঁহার নিরলস কর্মের ফলেই সম্ভব হইয়াছিল।

বিনয়বাবুর পরিণত বয়সেই দেহান্ত হইয়াছে সত্য ; তবু তাঁহার বিদায় আমাদের নিকট অত্যন্ত বেদনাদায়ক। আমরা তাঁহার বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা-প্রণতি জানাইয়া তাঁহার শান্তির জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি।

শ্রদ্ধার্ঘ্য

শ্রীমৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী

স্বর্গত বিনয়কুমার পণ্ডিত আমার মেসোমশাই। সুতরাং পারিবারিক ঘনিষ্ঠতা আমাদের দীর্ঘদিনের। তবে আমার কৈশোরকালে এই মানুষটিকে আমি অত্যন্ত ভয় করতাম। দীর্ঘদেহী, স্বাস্থ্যবান, গৌরবর্ণ এবং খুব গম্ভীর প্রকৃতির এই মানুষটির প্রতি আমার ছিল প্রগাঢ় ভক্তি শ্রদ্ধা। তথাপি একটা ভয়-ভয় ভাব থাকত আমার মধ্যে তাঁর সান্নিধ্যে এলেই। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ছাপার কাজে সুবিধের জন্যে তিনি আমার কাছ থেকে আমাদের শ্রেণীর বিদ্যালয় পাঠ্য বই নিতেন। কৃতার্থ হয়ে ইংরেজী বা বাংলা বই দিতাম। ফিরিয়ে দিতে এলে মনে করতাম হয়ত তিনি বলবেন, "অমুক গল্পটা বা কবিতাটা ভাল করে পড়িস"। বই নিয়ে উন্মুখ থাকতাম। কিন্তু না, তিনি বই ফেরৎ দিয়েই মা-বাবার সঙ্গে নানা গল্প শুরু করতেন। প্রত্যেকবার আশা করতাম আর হতাশ হতাম। তারপর অনেক অনেক বছর গড়িয়ে গেল। স্বর্গীয় দাদাঠাকুরের অপরিসীম স্নেহ আমি পেতাম আমার যৌবনকালে। তাঁর কাছে একবার গেলে শিগ্‌গির ছাড়া পেতাম না। হয়ত মেসোমশাই এটা লক্ষ্য করেছিলেন। তাই দাদাঠাকুরের মহাপ্রয়াণের পর মেসোমশাই আমাকে তাঁদের পত্রিকা 'জঙ্গিপুর সংবাদ' এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে ফেলেন। আমার কাছে তিনি আর সেই ভয়ের মানুষটি ছিলেন না, একেবারে অত্যন্ত অন্তরঙ্গ হয়ে পড়লেন। তাঁর ন্যস্ত কর্মদায়িত্ব আমি আজও পালন করে আসছি নেপথ্যে থেকে। তাঁর মৃত্যু আমাদের সকলকে শোকাভিভূত করেছে। সততা ও কর্মনিষ্ঠায় পূর্ণ ছিলেন তিনি। পারিবারিক জীবনেও তাঁর সততার একাধিক উদাহরণ আমার জানা আছে। তাঁর অমর আত্মার শান্তি প্রার্থনা করে আমার অন্তরের ভক্তি-প্রণতি নিবেদন করছি।

এক অমল স্মৃতি

সুমন পাঠক

বিদ্যালয়ে তখন নবম শ্রেণীতে পড়ি। পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে এক আধটুকু সাহিত্য চর্চ্চা করি। মাঝে মাঝে কবিতাও লিখি। হাতে লেখা একটা কাঁচা হাতের লেখা নিয়ে সেদিন গ্রামের বুকে একটা কাগজ বার করতে উদ্যোগী হয়েছিলাম। তবে অদৃষ্টে তার স্থায়িত্বের তিলক জোটেনি। সূতিকাগারে মৃত্যু না হলেও কয়েকটি সংখ্যা বের হয়ে তার মৃত্যু ঘটেছিল। তখনকার দিনে গ্রাম হতে গঞ্জ শহরে আসতে হলে বাহন ছিল পদযুগল অথবা গোরুর গাড়ী। কিংবা সাইকেল। কাঁচা রাস্তা। বর্ষায় যত কাদা, গ্রীষ্মে তত ধূলোর পাহাড়। তাই নিয়ে আসতে হতো শহর রঘুনাথগঞ্জে। ছোটবেলায় দেখতাম ঠাকুমা প্রায় কোন না কোন তিথিতে আসতেন গঙ্গাস্নান করতে। ঠাকুমার সঙ্গে কখনও সখনও গঞ্জে আসার সুযোগ হতো। সে সময় শহরে একটি কাগজ বের হতো। দাদাঠাকুরের 'জঙ্গিপুর সংবাদ'। গ্রামেও চল্‌ছিল। তাতে থাকতো কিছু কিছু খবর, থাকতো আইন আদালতের প্রয়োজনীয় বৈষয়িকী আর থাকতো নানা ব্যঙ্গ চিত্রের সঙ্গে সরস পদ্য। তার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেতো দাদাঠাকুরের সমালোচনার মিঠে কড়া মন্তব্য। দেখেছি—তাই নিয়ে গ্রামাঞ্চলে বেশ সাড়া পড়ে যেতো।

যে কথা বলছিলাম—কি একটা উপলক্ষে একবার গঞ্জে এসেছিলাম। তখন গ্রামের হাই স্কুলে নবম শ্রেণীর ছাত্র আমি। সঙ্গে এনেছিলাম কয়েকটি কবিতা। ঠিকানা জেনে এসেছিলাম 'জঙ্গিপুর সংবাদ' পত্রিকার কার্য্যালয়ের। তাই চিনতে অসুবিধা হয়নি। বাজারপাড়ার বাঁধা ঘাটে গাড়ী হতে নেমে এসেছিলাম চেলে পট্টির মোড়ে। তেমাথা রাস্তার উপর এসে দেখলাম একটা পাকাবাড়ী। সামনে টিনের শেড। দেওয়ালে একটা টিনের প্লেটে লেখা আছে—'পণ্ডিত প্রেস'। তার তলায় 'জঙ্গিপুর সংবাদ' কার্য্যালয়। দরজার সামনে এসে (৩য় পৃষ্ঠায়)

বিনয়কুমার পণ্ডিতের মহাপ্রয়াণে

সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

দাদাঠাকুরের পরে....
তুমি জ্যোতিষ্কের মত দীপ্যমান
ছিলে
আমাদের চলার পথে।
তোমার আলোর পথ ধরেই
ছিল আমাদের চক্রমন।

স্পষ্ট কথা বলা....
সত্যের উপর অবিচল নিষ্ঠা...
এই ছিল তোমার শিক্ষা।
অন্যায়কে ঘৃণা করতে
অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে
তুমিই শিখিয়েছ আমাদের।

সেই আলোটা হঠাৎ নিভে গেল
পঁচিশে ডিসেম্বরের রাতে।
তবু প্রার্থনা জানাই—
"হে পুরুষ-সিংহ
আশীর্ব্বাদ করো
আমরা যেন পথভ্রষ্ট না হই"।

॥ প্রণতি ॥

সুখে দুঃখে জীবনের
শেষপ্রান্তে এসে।
একলা চলিয়া গেলে
অজানার দেশে।
আমি হেথা পড়ে রবো
শত স্মৃতি নিয়ে
তোমারি লাগানো ফুলে
সাজিটি ভরিয়ে।
ক্ষমা ক'রো দোষ-ত্রুটি
মান অভিমান,
নিবেদিনু দুটি পায়ে
অসংখ্য প্রণাম।

—শ্রীচরণ সেবিকা আশা

জলছবি

মানিক চট্টোপাধ্যায়

গ্রীক দার্শনিক হেরাক্লিটাস্ বলেছিলেন—আমরা একই নদীর জলে দু'বার অবগাহন করতে পারি না। বলা বাহুল্য এই দার্শনিক মন্তব্য উপনিষদেরই প্রতিধ্বনি। পরিবর্তনশীলতা জগতের ধর্ম। মানব ইতিহাসের বিবর্তন এই পরিবর্তনকে কেন্দ্র করেই। তবুও সবাই পারে না পরিবর্তনশীলতার স্রোতে অলসভাবে নিজেকে ভাসিয়ে দিতে। এই মুহূর্তে যাঁর কথা আমার মনে পড়ছে তিনি শৈশব থেকে আমৃত্যু পরিবর্তনের বিভিন্ন স্রোতধারা দেখে গেলেন। নিজেকে বিংশশতাব্দীর মূল্যবোধ বর্জিত স্রোত থেকে সতর্কে সরিয়ে রেখেছিলেন। সংগ্রামী পিতৃদেবের জীবনাদর্শ সযত্নে লালনপালন করে গেলেন। কর্তব্যনিষ্ঠা, চারিত্রিক দৃঢ়তা, আত্মনির্ভরশীলতা, সহিষ্ণুতা তাঁর ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণতা দান করেছিল।

আমার স্বর্গত পিতৃদেবের সঙ্গে তাঁর মাতুল-ভাগিনেয় সম্পর্ক। সেই সম্পর্কের ভিত্তিতে তাঁর নিবিড় সান্নিধ্যে এসেছি। আপাতদৃষ্টিতে প্রচণ্ড রাশভারী অথচ শিশুর মত সরল অভিমানী মন। জানিনা 'ঈশ্বরের বাগান' বলে কোন বস্তু আছে কিনা। যদি থাকে তবে তিনি এখন আমার পিতামহ, পিতৃদেবের সাঙ্গ ঈশ্বরের বাগানে। সেখানে বিচরণ করবেন পরম শৃঙ্খলার সঙ্গে পরম শান্তিতে।

একদা যে নির্ভীক ব্যক্তিত্ব নির্যাতিত, নিপীড়িত সাধারণ মানুষের হয়ে সামন্ততান্ত্রিক মনোভাবের বিরুদ্ধে তাঁর লেখনীকে অসি হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন, তাঁর সুযোগ্য বংশধর চলে গেলেন পরিবারে এক বিরাট শূন্যতা সৃষ্টি করে। স্মৃতিচারণ এখানে শব্দের ভারে বিপর্যস্ত হবে। এ যুগের প্রজন্ম যদি তাঁর জীবনাদর্শকে পাথেয় হিসাবে গ্রহণ করে তবে সেটাই হবে তাঁর বিদেহী আত্মার পরম শান্তি।

সাংস্কৃতিক কর্মীসভা

রঘুনাথগঞ্জ : ২৩ ডিসেম্বর স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের নবনির্মিত গৃহে পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ জঙ্গিপুর মহকুমার উদ্যোগে এক সাংস্কৃতিক কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে সক্রিয়ভাবে গ্রামগঞ্জের সাধারণ মানুষ তথা লোকশিল্পীদের মাধ্যমে ছড়িয়ে দেবার আহ্বান রাখেন উক্ত সংঘের রাজ্য সম্পাদক ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন জেলা সম্পাদক মৃণাল চক্রবর্তী ও ভারতীয় গণনাট্য সংঘের জেলা সম্পাদক পবিত্র রায়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ধূর্জটি বন্দ্যোপাধ্যায়। মহকুমার বিভিন্ন প্রান্তের লোকশিল্পীরা সভায় উপস্থিত হন।

বিনয়কুমার পণ্ডিতকে লেখা একটি চিঠি

মাননীয় তাং ৪-৪-৮৫

বিনয়বাবু,

যথাসময়ে আপনার চিঠি পেয়েছিলাম। অনেক দিন মানসিক অশান্তিতে কাটালাম। উত্তর দিতে পারিনি। পরে আবার একখানি পোষ্ট কার্ড পেয়ে দুঃখের খবরও জানলাম। পচুর ছেলেটির (রবি) খবর কল্পনা করাও যায় না। বৌমা ও তার শিশুটি কেমন আছে? আমার দাদা (অমল কাকা, ৺বিজয়ার নমস্কার জানিয়ে আপনাকে চিঠি দিয়েছিলেন। কোন উত্তর আসেনি। আপনি অসুস্থ হওয়াতে এইসব ভুলভ্রান্তি হচ্ছে। আপনার ৮০ বৎসর পূর্ণ হয়েছে। একটু সাবধানে থাকবেন। তবে চলাফেরা নিয়মিত করবেন। তা না হলে অপটু করে দেবে।

দাদাঠাকুরের শতবার্ষিকীর সময় 'সেরা মানুষ দাদাঠাকুর" এর ২য় সংস্করণ ছাপা হয়। তাও প্রায় নিঃশেষিত। ৩য় সংস্করণ কবে হবে জানি না।

লববাবু এখন আসানসোলে আছে, এ্যাডিসনাল চীফ মাইনিং ইঞ্জিনীয়ার (প্ল্যানিং)। মাঝে মধ্যে তাকে বাইরে যেতে হয়। কিছু কাল আগে ফরাক্কা এন টি পি সিতে গিয়ে দেখেছে সব থেকে জরুরী রাস্তার নাম "দাদাঠাকুর সরণী"। ছবি তুলতে দেয়নি প্রোটেকটেড এরিয়া বলে। আমাদের খুব আনন্দ হয়েছে। আমার মনে আছে বড় বৌমাকে মেডিক্যাল কলেজে দাদাঠাকুরের সঙ্গে দেখতে গিয়েছিলাম কয়েকবার। একদিন বিকালে ফিরে আসার সময় মেডিক্যাল কলেজের মাঠে দাঁড়িয়ে দাদাঠাকুর আমাকে বলেছিলেন "বিনয় আমার আগে গেলেই ভালো, এত কষ্ট ও সহ্য করতে পারবে না"। আপনার প্রতি তাঁর স্নেহ ভালবাসার গভীরতাই পাই এই কটা কথার মধ্যে। আর কী। ভগবান আপনাদের মঙ্গল করুন। শান্তি দিন।

ইতি—

নির্মল মিত্র (লায়ন কাকা)

['সেরা মানুষ দাদাঠাকুর' এর লেখক]

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের জনসভা

রঘুনাথগঞ্জ : গত ২৯ ডিসেম্বর স্থানীয় সদর ঘাটে রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গীপুর প্রখণ্ডের মিলিত সদস্য সম্মেলন এবং প্রকাশ্য সভা ধর্মীয় পরিবেশে সমাপ্ত হয়। প্রায় চারশত প্রতিনিধি নানা গ্রাম থেকে সম্মেলনে যোগ দেন। সভায় প্রখ্যাত বাগ্মী শিবপ্রসাদ রায় তাঁর ভাষণে দেশের গভীর সংকট ও দেশদ্রোহীতার কথা তুলে ধরেন। অন্যান্য বক্তারা তাঁদের ভাষণে জঙ্গিপুর মহকুমায় একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের অত্যাচারের নানা কাহিনী বর্ণনা করেন ও পুলিশসহ রাজনৈতিক নেতাদের উদাসীনতার কথা ক্ষোভের সঙ্গে উল্লেখ করেন।

এক অমল স্মৃতি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দাঁড়ালাম। দেখলাম একটা বড় টেবিলের পাশে চেয়ারে বসে সৌম্য চেহারার মানুষ কি একটা কাগজ কারেকসন করছেন। তখন এতো সতো বুঝতাম না। পরে জানলাম প্রুফ কারেকসন করছেন। খুব নিবিষ্ট অথচ সচেতন হয়ে। টেবিলে রাশিকৃত কাগজের মাঝে রয়েছে বেশ কয়েকখানি অভিধান। কর্মরত এই মানুষটিকে এর আগে কখনও দেখিনি। দেখার কথাও নয়। গৌরবর্ণ, দীর্ঘদেহ, নগ্ন পদ, শ্মশ্রুবিহীন গুম্ফযুক্ত। মুখাবয়বে রয়েছে প্রশান্ত গাম্ভীর্য। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে দুরুদুরু বুকে অপেক্ষা করছি। কথা বলব কি বলব না। একটু পরে সেই কাগজখানার উপর হতে চোখ তুলে আমার দিকে চাইলেন, জিজ্ঞেস করলেন, 'কি চায় বাবা?' এমন সস্নেহ সম্বোধনে মনে একটু সাহস এলো। তারপর জিজ্ঞেস করলেন—'কোত্থেকে এসেছ? তোমার নাম কি?' আমি তখন আমার পকেট হতে কবিতা লেখা একখানা কাগজ বের করে বল্লাম "জঙ্গিপুর সংবাদে" আমি কবিতা ছাপাতে চাই। তারপরে জিজ্ঞেস করলাম—কবিতা ছাপাতে পয়সা লাগে কি না?' বিন্দুমাত্র বিরক্ত না হয়ে তিনি বল্লেন—"আমাদের ছোট্ট কাগজ। কবিতা ছাপাতে পারি না। বরং তুমি অন্য কোন সাহিত্য পত্রে পাঠাতে পারো। যদি ভাল হয় সেখানে ছাপানো হতে পারে। ছাপানোর জন্য পয়সা লাগে না'। ছাপার অক্ষরে নিজের রচনাকে দেখার খুব একটা আশা নিয়ে এসেছিলাম। আশা ভঙ্গ হলেও তাঁর যুক্তিপূর্ণ কথাটায় সান্ত্বনা পেয়েছিলাম। সত্যিই তো তখন কাগজটার কলেবর আজকের কাগজের মতো তত বড় মাপের ছিল না। বাঁচার তাগিদে বিজ্ঞাপন হতে রসদ সংগ্রহ করতে হতো। ফলে সংবাদ পত্রকে সাহিত্য পত্র করার যথেষ্ট অসুবিধা ছিল। এ কথাটা তখন ততো ভাল করে না বুঝলেও পরে সেটা বুঝেছিলাম। আমার লেখা ছাপাবার প্রথম আবেদন সেদিন যে সৌম্য, গম্ভীর, নিরুদ্বিগ্ন, মিতভাষী মানুষটির কাছে নিয়ে এসেছিলাম—তিনি আজ সংসারের সীমানা পেরিয়ে চলে গিয়েছেন অন্যলোকে। তিনি দাদাঠাকুরের সুযোগ্য জ্যেষ্ঠ সন্তান—বিনয়কুমার পণ্ডিত মশাই। পরবর্তীতে কর্মজীবনে তাঁর সান্নিধ্যে এসেছি। স্নেহ এবং সাহচর্য্য পেয়েছি। তাঁর আপাত গম্ভীর অবয়বের অন্তরালে একটা স্নেহশীল পিতার অন্তর, কর্তব্যনিষ্ঠ নিয়মনিষ্ঠ মানুষের পরিচয় খুঁজে পেয়েছি। এইতো কয়েকটি দিন আগে রোগ শয্যায় রোগ জর্জর দেহে যে মানুষটিকে শায়িত দেখেছিলাম সেই লোকান্তরিত মানুষটি আজ আমার কাছে এক অমল স্মৃতি।

আর এস এস এর শিবির

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ২৬, ২৭ ও ২৮ ডিসেম্বর শ্রীকান্তবাটী হাই স্কুলে জঙ্গিপুর মহকুমা আর, এস, এস, এর শীতকালীন শিবির অনুষ্ঠিত হয়। সমাপ্তির দিন প্রাদেশিক সংঘ নেতা গজানন বাপট দেশের প্রতিটি গ্রামগঞ্জে সৎ, সাহসী ও দেশপ্রেমিক মানুষ গড়ার কাজে জীবন উৎসর্গ করতে স্বয়ংসেবক-দের আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন—সবাই বলে আমরা নাকি সাম্প্রদায়িক, কিন্তু আমাদের কথা, বইপত্র, কার্য্যক্রম না দেখেই তারা যুক্তিহীন এবং উদ্দেশ্যমূলক-ভাবে ঐসব কথা বলে বাহবা নেয়। প্রয়োজনে আবার তারাই আমাদের শরণাপন্ন হয়। শিবিরে ৭৫ জন স্বয়ংসেবক কিশোর এবং যুবক অংশ নেন বলে জানা যায়।

প্রাথমিকে ভর্ত্তি হতে পরীক্ষা কেন ?

জঙ্গিপুর ঃ প্রাথমিক স্কুলে অনেক-দিন পরীক্ষা তুলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে প্রাথমিক স্কুলে ভর্ত্তি হতে গেলে ছাত্রদের ভর্ত্তি পরীক্ষা দিতে হচ্ছে। এ পদ্ধতি অবাঞ্ছনীয় বলে অভিভাবকরা মনে করেন। স্থানীয় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, উপায় কি। সকলে তাঁর স্কুলেই ছেলেমেয়েকে ভর্ত্তি করতে চান। এক্ষেত্রে উপযুক্ততা বাছাই করা ছাড়া গত্যন্তর কই ? অভিভাবকদের বক্তব্য—সেক্ষেত্রে পরীক্ষা না করে যে আগে আবেদন করবে তাকে ভর্ত্তি করে নিলেই তো সমস্যা থাকে না। মাধ্যমিক ভর্ত্তি সমস্যা আরো ভীতিকর। প্রাথমিক থেকে বেড়িয়ে আসা ছাত্র সংখ্যার তুলনায় স্কুল কম থাকায় ভর্ত্তির সুযোগ পাওয়াই দুষ্কর। শোনা যাচ্ছে, ছাত্র ভর্ত্তির চাপ থেকে উদ্ধার পেতে মাধ্যমিকের কর্তারা নতুন এক পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। তাঁরা ভর্ত্তি হতে আসা ছেলেমেয়েদের অভিভাবক-দের কাছে স্কুল বিল্ডিং ইত্যাদির উন্নতির নামে ছাত্র পিছু ১০০ টাকা দান দাবী করছেন। ফলে মেধাবী হলেও গরীব ছাত্ররা ভর্ত্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

সি পি এম কর্মীর হাতে বিডিও লাঞ্ছিত

জঙ্গিপুর ঃ গত ২৯ ডিসেম্বর মহ-কুমা শাসকের নির্দেশে রঘুনাথ-গঞ্জ-২ ব্লকের বিডিও সেলিম পটুয়া গিরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি রেশন দোকানে তদন্ত করতে গেলে লাঞ্ছিত হন। খবরে প্রকাশ, এই ঘটনার কিছু আগে নাকি ভৈরব-টোলার রব্বানী সেখ নামে সি পি এমের জনৈক কর্মী বিডিও অফিসে গিয়ে 'হাউস বিল্ডিং গ্রাণ্ড এর লিষ্ট দেখার জন্য পীড়াপীড়ি করলে বিডিও সেলিম পটুয়া তা দেখাতে অস্বীকার করেন এবং নোটিশ বোর্ডে টাঙিয়ে দেওয়া হবে বলে জানান। এর কিছু পরেই বিকেল ৪-৩০ নাগাদ রব্বানী সেখের নেতৃত্বে একদল জনতার হাতে বিডিও, ব্লক অফিসের কর্মী সাজেমান সেখ ও গাড়ীর ড্রাইভার লাঞ্ছিত হন। বিডিওকে গাড়ী থেকে নামিয়ে মারধোর করা হয় বলে খবর। ঘটনাটি ঘটে ভৈরবটোলা গ্রামের আইনাল সেখের বাড়ীর সামনে। সমস্ত ঘটনা মহকুমা শাসককে জানান হয়েছে।

জীবনাবসান (১ম পৃষ্ঠার পর)

অনুত্তমের। বার বার তিনি সাবধান করে দিতেন আমাদের। অনুত্তম মানে বর্তমান সম্পাদক—একটু বেশী নির্ভীক। তাকে গাইড করার জন্য তিনি আমাকে প্রায়ই বলতেন, "দেখো বাবা সংবাদের ভিত যেন দুর্বল না হয়। তাহলে দাঁড়তে পারবে না।" তাঁর এই সাবধানবাণী আমাদেরকে সংযমী করে তুলেছে। আমরা দু'জনেই তাঁর কাছে ঋণী।

আফিডেবিট

আমি সুলেখা চৌধুরী (পোদ্দার) গত ইংরাজী ১১-৫-৮৭ তারিখে রঘুনাথগঞ্জের উৎপল চৌধুরীর সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছি এবং বর্তমানে আমি জঙ্গিপুর S. D. E. M. কোর্টে এফিডেবিট মূলে ১১-১২-৮৭ তারিখ হইতে সুলেখা চৌধুরী নামে পরিচিত হইয়াছি।

জায়গা বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ মিঞাপুর রাস্তার উপর তীর্থবাসী বিড়ি ফ্যাক্টরী সংলগ্ন ১ বিঘা ৭½ কাঠা যে কোন ফ্যাক্টরী বা বাসপোযোগী জায়গা সত্বর বিক্রয় হইবে। প্রয়োজনে অধিক জায়গাও দেওয়া হইবে। কিনিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ সত্বর যোগাযোগ করুন।

শ্রীশিবশঙ্কর প্রামাণিক
নিরালা হোটেল
ফুলতলা, রঘুনাথগঞ্জ

যৌতুকে VIP
সকল অনুষ্ঠানে VIP
ভ্রমণের সাথী VIP
এর জুড়ি কি আর আছে !
সংগ্রহ করতে চলে আসুন দুলুর দোকানের
VIP সেন্টারে
এজেণ্ট
প্রভাত ষ্টোর (দুলুর দোকান)
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বিয়ের মরশুমে প্রিয়জনকে শ্রেষ্ঠ উপহার একটি ষ্টীল আলমারী দেওয়ার কথা নিশ্চয়ই ভাবছেন। আসুন, "সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউসে" আপনার পছন্দমত জিনিষটি দেখে নিন। প্রতিটি জিনিষেই পাবেন বিক্রয়োত্তর সেবা।
সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউস
রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট) মুর্শিদাবাদ

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে সযত্নে সংগৃহীত সর্বপ্রথম বিপুল সমাবেশ
ধন্নালাল মোহনলাল জৈন
জৈন কলোনী, পোঃ ধুলিয়ান
জেলা মুর্শিদাবাদ, ফোন ধুলিয়ান ৫
জঙ্গিপুর মহকুমায় এই প্রথম VIMAL এর সার্টিং, সুটিং ও শার্টীং রিটেল কাউণ্টার এবং জেলায় যে কোন বস্ত্র প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা অনেক কম মূল্যে সব রকম বস্ত্র সংগ্রহের জন্য আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি সিমেণ্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে আমরা সরবরাহ করে থাকি
কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার
ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং
প্রোঃ রতনলাল জৈন
পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোন জঙ্গিঃ ২৫, রঘুঃ ১৬৬

বসন্ত মালতী
রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য
সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং
লিমিটেড
কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।